নিউ থিয়েটার্স
(একজিবিটার্স) প্রাঃ লিমিটেড
নিবেদিত
নির্জন সৈকতে
পরিচালনা
তপন সিংহ
পরিবেশনা • গোল্ড উইন পিকচার্স

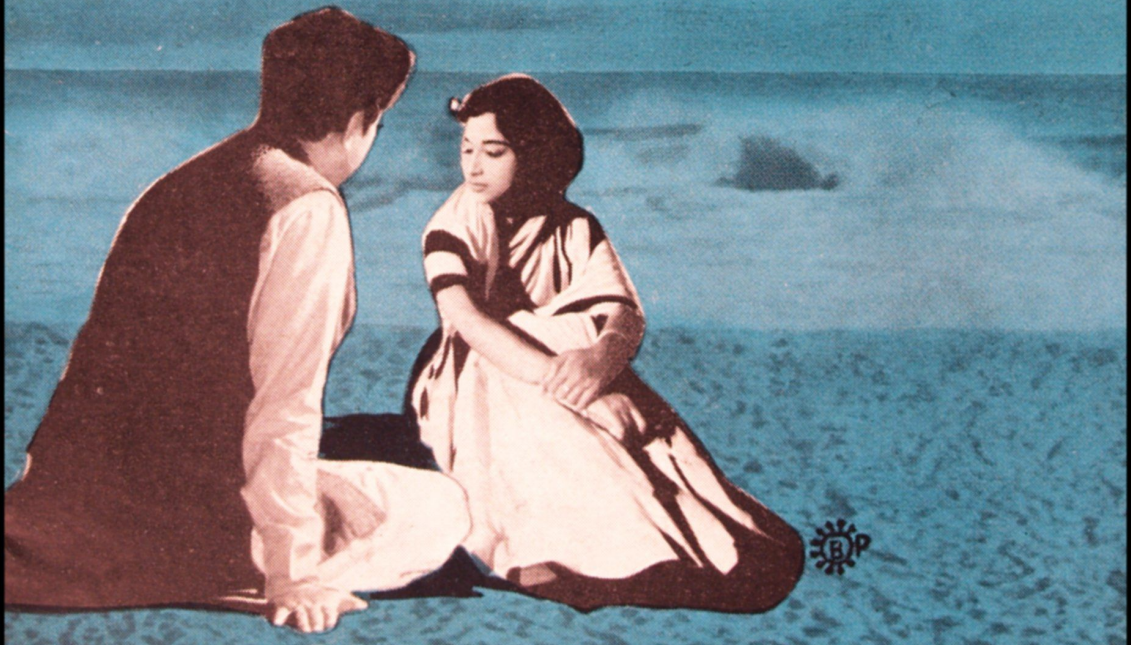

নিউ থিয়েটার্স (এক্সজিবিটার্স) প্রা: লি: নিবেদিত

নির্জন সৈকতে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা • তপন সিংহ • সংগীত • কালিপদ সেন • কাহিনী • কালকূট

অভিনয়ে • অনিল চ্যাটার্জ্জী • শর্মিলা ঠাকুর • ছায়া দেবী • রেণুকা রায় • রুমা গুহঠাকুরতা
ভারতী দেবী • পাহাড়ী সান্যাল • জহর গাঙ্গুলী • রবি ঘোষ • অমর মল্লিক • উপমন্যু ব্যানার্জ্জী
রথীন ঘোষ • দিলীপ চ্যাটার্জ্জী • সুবোল দাস • আভা মণ্ডল • বচন সিং • খগেশ চক্রবর্ত্তী •
নৃপতি চ্যাটার্জ্জী • সূর্য্য চ্যাটার্জ্জী • লালু বর্ম্মন • অঞ্জলি বিশ্বাস

নৃত্য • মিনতি দাস • নৃত্য পরিচালনা • কেলুচরণ মহাপাত্র • চিত্রশিল্পী • বিমল মুখার্জ্জী
সহকারী • দীপক দাস • অমূল্য দত্ত • ক্ষেত্রলক্ষ্মা • শব্দযন্ত্রী • অতুল চ্যাটার্জ্জী (অন্ত:দৃশ্য)
দেবেশ ঘোষ (বহি:দৃশ্য) • শচীন চক্রবর্ত্তী (বহি:দৃশ্য) • সহকারী • রথীন ঘোষ • কালী
মহাদেব • শচীন • বীরেন • সংগীত গ্রহন ও পুন: শব্দ যোজনা • শ্যামসুন্দর ঘোষ
সহকারী • জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী • শিল্প নির্দ্দেশনা • সুনীতি মিত্র • সহকারী • বুদ্ধদেব ঘোষ • রূপ-
সজ্জা • মদন পাঠক • সহকারী • শম্ভু দাস • কর্ম্মসচিব • রতন চক্রবর্ত্তী • ব্যবস্থাপনা • শান্তিশেখর
চৌধুরী • সহকারী • গৌর দাস • বনমালী পাণ্ডে • সম্পাদনা • সুবোধ রায় • সহকারী • নিমাই রায়

প্রচার সচিব • বি • ঝা
প্রচার শিল্পী • পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য • সত্য চক্রবর্ত্তী
স্থিরচিত্র • এড্না লরেঞ্জ • সাজসজ্জা • যতীন কুণ্ডু

সহকারী পরিচালনা • বলাই সেন • শ্যামল চক্রবর্ত্তী • পলাশ ব্যানার্জ্জী

পরিবেশনা • গোল্ডউইন পিকচার্স

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এইচ, এইচ, শ্রী রামচন্দ্র মদ্ররাজ দেও, রাজা বাহাদুর অফ্ কালিকট্
বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড • এস • পাণ্ডে
টুরিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরো - গভর্নমেন্ট অফ্ উড়িষ্যা
ট্যালবট্ এণ্ড কোং • মোকাম্বো রেস্টুরেন্ট - এর কর্তৃপক্ষ

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত
স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটী প্রা: লি:-এ এবং
এন • টি ১ নং স্টুডিওতে আর • সি • এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

আলোক সম্পাত • দুলাল শীল • শম্ভু ব্যানার্জ্জী
নিতাই শীল • শৈলেন দত্ত • হরিপদ হাইত ও জঙ্গু সিং

রবীন্দ্রনাথের দুইখানি গান –
"দেখো দেখো শুকতারা"
"পথ দিয়ে কে যায় গো চ'লে"

কাহিনী সূত্র

বৈচিত্র্যলোভী রবীন। তাই কলকাতা যখন তার ভাল লাগে না, তখন সে ছুটে যায় দেশ হতে দেশান্তরে, জীবন-বৈচিত্র্যের সন্ধানে। এমনি এক বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত নিয়েই একদিন তার জীবনে এল সমুদ্রের আহ্বান। পুরীর একখানা টিকিট কিনে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে সে পেল সেজদি আর শিবিদিকে। এঁরা পুরী চলেছিলেন জগন্নাথ দর্শনে। রবীনের পোষাক-আসাক দেখে তাকে অবাঙ্গালী মনে করে তাঁরা এড়িয়ে যেতে চাইলেও তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেতে বিলম্ব হল না। অন্তরের সংকীর্ণতা ও স্থূলতা নিয়ে যাঁরা রবীনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাই এবার তাকে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহ ও মমতা দিয়ে কাছে টানতে চাইলেন। ওদের মাঝেই রবীন পেল তার ছোট বৌদিকে, বুদ্ধি ও ভব্যতার দীপ্তিতে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রেখেছেন। আর দেখল রেণুকে, যার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে বা বুঝতে না পারলেও তার বিষাদ মলিন চোখের নীরব দৃষ্টি রবীনের অন্তরে গভীর রেখা রেখে গেল।

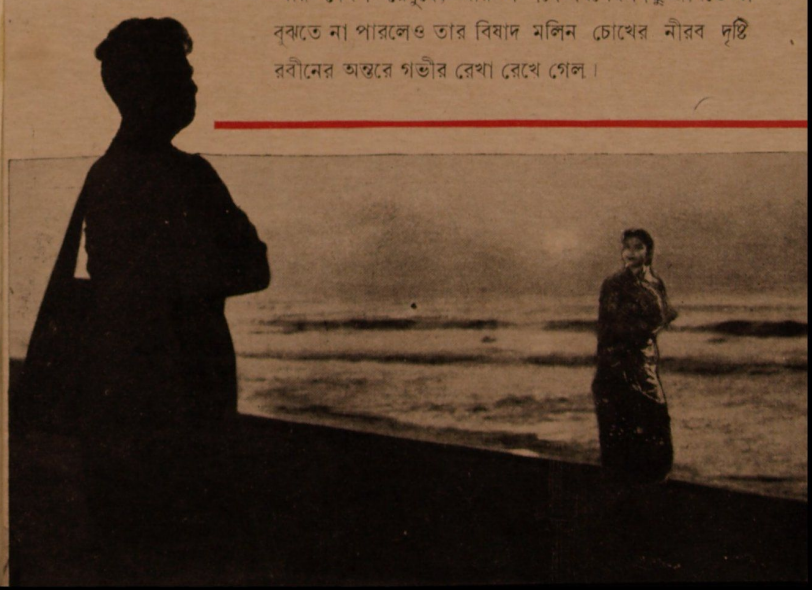

পুরীর ধর্মশালায় এসেও যখন ঘটনাচক্রে রবীন এঁদের সকলের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হল, তখন সকলেই খুব খুশি হয়ে উঠলেন। এঁরা এঁদের না পাওয়ার ব্যাথাটাকে কিছুটা ভুলতে চাইলেন রবীনকে পাওয়ার আনন্দের মধ্যে। কিন্তু ভবঘুরে রবীন ওদের ছেড়ে উঠল এক হোটেলে। হোটেলের মালিক মহিমবাবু অতি কোমল ও দরদী প্রকৃতির লোক। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অক্লান্ত যোদ্ধার জন্যে রবীন সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করে। তাঁর বন্ধু সিদ্ধেশ্বরবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। বিয়ে থা' করে জীবনে সুখী হওয়ার সুযোগ অবহেলা করে তিনি মদ ও সেবাদাসী নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে জীবনকে ভোগ করার নামে সুরা ও নারীর সংসর্গে জীবনের অপচয়ই করেছেন শুধু, সেই সঙ্গে অন্তরের কোণে জমিয়ে তুলেছেন অনুতাপের দাবদাহ। তাই জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে গভীর দুঃখের সংগে বলেছেন, কোথাও যদি দেখি একটা জীবন অসহায় ভাবে নষ্ট হতে চলেছে, বড় কষ্ট হয় আমার। নিজের জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে জীবনের মূল্য বুঝেছি। গেরুয়াধারী এক বৈষ্ণবের ভোগ পিপাসাও রবীনের জীবনে অবিস্মরণীয় সঞ্চয়। এ বৈষ্ণব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদি রসাত্মক কাব্য শুনিয়ে লোককে প্রতারণা করে, ধমক দিয়ে পয়সা রোজগার করে। কোনারকের এক কুঁড়ে ঘরে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে তার জীবনের চরম সত্য শুনিয়ে গেল।

এর পর রবীন তার সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে গেছে রেণুর কাছে। তার সহানুভূতির স্পর্শে রেণু আস্তে আস্তে তার জীবন-নাট্যের বেদনাবিধুর কালিমাখা একটা অঙ্ক তুলে ধরেছে তার কাছে। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট নিখিলকে ভালবাসার মাঝে রেণুর মনে কোন ফাঁক ছিল না, ছিল জাতিগত বিভেদ। এই বিভেদের ছিদ্রপথেই বাড়ী থেকে হল তীব্র আপত্তি। কিন্তু অকৃত্রিম ভালবাসায় ও সঙ্কল্পে অটল রেণু এ আপত্তিকে জয় করে নিল, কিন্তু নিখিলের মনে তখন পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে নিষ্কলুষ প্রেম ভেবে একদিন যাকে অভিনন্দন জানিয়েছি, রেণু ও নিখিলের সেই নিবিড় ভালবাসাও একদিন বঞ্চনা ও প্রতারণার মসীলিপ্ত অধ্যায় তুলে ধরে তার কাছে।

প্রতারিত, অপমানিত, ব্যাথাহত রেণুর সেই বিপর্যয়ের দিনে যারা তার কাছে এগিয়ে এসেছিল, তারা এসেছিল সমালোচনার বিষ জ্বালা নিয়ে, সহৃদয়তার পরশ কেউ তাকে দেয়নি। তাই রবীনের সহানুভূতির ছোঁয়ায় রেণু তাকে আপনজন ভাবে, রবীনও তার জন্যে হৃদয়ে বেদনা বোধ করে। রেণু ও অন্য সকলের সঙ্গে সে এরপর গিয়েছে ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও কোনারকে, জেনেছে সকলের জীবনের দুঃখের কথা, শুনেছে আর্তের কান্না।

তীর্থযাত্রার এই অখণ্ড অবসরে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে যে রেণু কখন তার অতীতের বেদনা ভুলে রবীনের জীবনেই এগিয়ে এসেছে।

রেণু ও রবীনের জীবনযাত্রার মাঝে একদিন হঠাৎ নিখিল এসে হাজির। ঝড়ে ডানা ভাঙ্গা পাখীর মত সে আছড়ে পড়ে রেণুর পায়ে, আবার তাদের পুরনো দিনে ফিরে যাওয়ার জন্যে জানায় করুণ আকুতি। কিন্তু রবীনের কাছে রেণু পেয়েছে নিশ্চিন্ততার নির্ভয়। দ্বিধাগ্রস্ত মন তার সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। শ্রেয় ও প্রেয়র অনুসন্ধানেই আজ তার জীবনের এই চরম সংশয় !! অগণিত মানুষের কোলাহল-মুখর জীবনের এই নির্জন সৈকতে সে চায় সত্য ও সুন্দরের সন্ধান !!!

সঙ্গীত

(১)

রক্ষা কিমত করি—
করি বা মত্ত করী
গতিকি এমন্ত বিচারী
রে সহচরী।

(২)

বব্বা মেরেয়া দুখানে ঘেরিয়া
যঁহু দাঁ মো দিল লালিয়া।
যে মো যাঁড়দাঁ গমাদে ভাস পেঁনা
হাঁসিয়া তো দূর নস্ দা
ওথে উগ্যিয়া না কৈ বুট্টা
যিঁথ্যা মেরা ফুল টুটি্যা।

স্তোত্র

ওঁ বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ
বিশ্বযোনে বিশং পাতে,
সন্নিধ্যং কুরু মে দেব
সাগার লবণার্ন্তসি
নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণো
আপাং পতে,
নমো জলধি রূপায় নদীনং
পতয়ে নমো ॥
সমস্ত জগদাধীর শংখ্য চক্র গদাধর,
দেব দেহি মমানুজ্ঞাং
তব তীর্থানিষেবনে
ত্রিতত্ত্বান্তকমীশানং নমো
ত্রিতত্ত্বান্তকমীশানং নমো
বিষ্ণু মুমাপতিম।
সন্নিধ্যং কুরু দেবেশ,
সাগরে লবণান্তসি ॥

(৩)

পথ দিয়া কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়
আমার ঘরে থাকাই দায়।
পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়।
পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এলো বান
আমার লাগলো প্রাণে টান।
আপন পানে মেলে আঁখি
আর কেন বা চেয়ে থাকি
কিসের ভাবনায়
আমার ঘরে থাকায় দায়।

(৪)

দেখ দেখ শুকতারা
আঁখি মেলে চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে
শিউলি কুলেরে
আয় আয় আয়
শুকতারা আঁখি মেলি চায়।
ওযে কার লাগি জ্বালে দীপ
কার ললাটে পরায় টিপ
ওযে কার আগমনী গায়
আয় আয় আয়
শুকতারা আঁখি মেলে চায়।
জাগো জাগো সখী
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শোন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে কহিছে
আয় আয় আয়
শুকতারা আঁখি মেলি চায়।

জয়শ্রী প্রিন্টার্স—২২নং, ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

অরুন্ধতী · অজিত · রাধামোহন · জহর · আশীষকুমার · সবিতা · তরুণ · রবি ঘোষ · তন্দ্রা বর্মন · অভিনীত

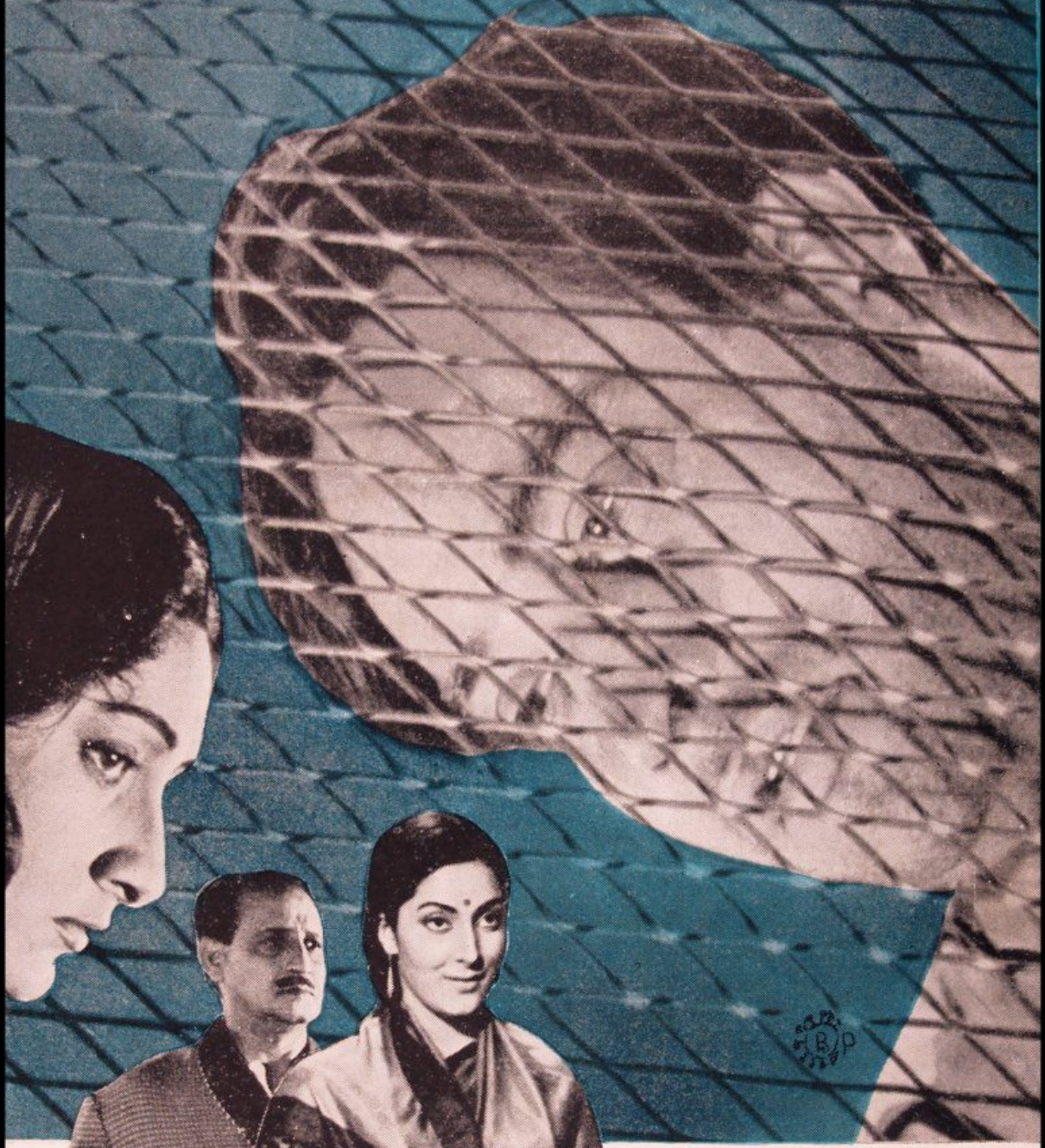

জরাসন্ধ রচিত

মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের

ন্যায়দণ্ড

পরিচালনা • মঙ্গল চক্রবর্তী

পরিবেশনা • গোল্ডউইন পিকচার্স